গোলক ধাঁধাঁ।

হে গোলক, যখনই আমি তোমার কথা ভাবি তখনই তোমার মহিমার আলোকে ডুবিয়া যাই, যতই তোমার মহিমার বৈচিত্র্য হেরিতে থাকি ততই তাহা নূতনতর হইয়া উঠে, হেরিতে হেরিতে চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়, অন্তরে গোল বাধিয়া যায়, তবুও তোমাকে জানিতে বা বুঝিতে পারিনা। তুমি একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থরূপে জগৎকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছ, যখনই আমরা তোমার স্বরূপ দেখিতে যাই তখনই আমাদের চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায়।

পুরাণে লেখা আছে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিক্রমশালী ছিলেন; শিশুপাল ও কংসকে বধ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পুরাণকার সোজাবুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিলেন না যে কাহার প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন। সুদর্শন চক্র ব্যতীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যে একজন 'ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দার' পরিণত হয়েন সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ আছে কি ?

শাস্ত্রে বলে বিষ্ণু 'গোলোকে' বাস করেন। অনেকে ইহার এইরূপ ব্যাখা করেন যে গো অর্থাৎ গরুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া উহাকে 'গোলোক' বলে, কেহ কেহ বা এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য না করিয়া বলেন 'গো' অর্থাৎ পৃথিবীর কতক লোক নাকি যমরাজ্যে না গিয়া একেবারে বিষ্ণুরাজ্যে হাজির হন, এজন্য তাহাকে 'গোলোক' বলে। সত্যকথা বলিতে কি এরূপ যুক্তিহীন ব্যাখ্যা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। আমি দেখিতেছি হে 'গোলক' তুমিই একটী ওভার কোট পরিয়া গোলোক সাজিয়া বসিয়া আছ।

হে গোলক, এই যে পৃথিবী সেও নাকি তোমাকে অনুকরণ করিয়াছে, ('ভূগোলে'ই তাহার পরিচয়) কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার উত্তর দক্ষিণ দিকটা নাকি কিঞ্চিৎ চাপা রহিয়াছে, দেখিতে (আস্বাদে নহে) ঠিক কমলা লেবুর ন্যায়। আশা করি কিছুদিন চেষ্টা করিলে দোষটুকু সংশোধন হইয়া যাইবে।

চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি, গ্রহপুঞ্জ, সকলেই নাকি তোমার প্রজা। এই সৌরজগৎ (Solar System) তোমারই সৃষ্ট পদার্থ। মানুষ বড় আগ্রহে এই 'গোলকে'র খবর জানিতে গিয়া ভয়ানক'গোলে'পড়িয়াছে। কত বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে জানিতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন এবং চোখে 'গোলক'ধাধা দেখিয়াছেন।

হে গোলক, তোমার সাহায্য না পাইলে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া জগতের চক্ষে নূতন আলোক আনিতে পারিতেন না। পৃথিবী গোলাকার না হইলে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করিতে পারিতেন কি?

ইউক্লিড (Euclid) সাহেব জ্যামিতিতে (Geometry) তোমার স্বরূপ দেখাইয়াছেন। তিনি Circle এ যে কল পাতিয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। ভিতরে ঢুকিলে পথ খুজিয়া বাহির করা দায়। কতবার Subtended হইয়াছি এবং 'Subtend' কে 'Extend' করিয়াও বাহির হইতে পারি নাই, এখনও 'গোলে' আছি। তবুও ভাল এতদিন Plane ছিল, ভাল Jumping জানিলে Circumference ডিঙ্গান যাইবে, কিন্তু Solid এ ঢুকিলে আর পরিত্রাণ নাই। হে গোলক, তোমার আশ্রয় লইয়াই মহাত্মা গান্ধি চরকা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন চরকা ঘুরাও এবং সূতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত কর। আর কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তিনি নিজে অন্ততঃ বিশ্বাস করেন যে চরকা ছাড়া স্বরাজ মিলিবে না।

আজকাল মিঃ সি, আর, দাসের নাম কে না শুনিয়াছে? বোধ হয় 'Sphere' এর সহিত তাঁহার নামের খুব সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তিনি বাংলার নেতা হইতে পারিয়াছেন এবং করপোরেশনের চেয়ার উজ্জ্বল করিয়াছেন, অধিকন্তু কাউন্সিলে ঢুকিয়া কি 'গোল'ই বাধাইয়াছেন।

পূর্ব্বে ভাবিতাম 'গোখেল' রাজনীতি শিখিলেন কোথা হইতে? কিন্তু অনেক গবেষণার পরে দেখিলাম, হে গোলক তুমিই তাঁহার রাজনীতিশিক্ষা-গুরু। পূর্ব্বে বোধ হয় তাঁহার নাম ছিল 'কৃষ্ণ'। তৎপরে তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া নাম লইয়াছেন, গোপাল কৃষ্ণ গোখেল = গোখেল গোপাল কৃষ্ণ = গোল (খেপা, ক্ষেপার নূতন সংস্করণ) কৃষ্ণ অর্থাৎ গোলমালেই তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই ত তাঁহার রাজনীতিক উন্নতির ইতিহাস।

হে গোলক, ইংরাজেরা তোমাকে খুব ভক্তি করে বলিয়া তুমি তাহাদিগকে রাজত্বদান করিয়াছ কারণ তাঁহারা Round শব্দের Comparison

করেন না এবং 'A bit round' 'more round' 'most round' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা গোলমাল করেন না, কিন্তু ভারতবাসীরা তোমার নামে নানারূপ কুৎসা করে বলিয়া তুমি তাহাদিগকে 'পরাধীন করিয়া রাখিয়াছ, কারণ তাহারা বলিয়া থাকে 'অর্দ্ধ-গোলাকার' চাঁদ। ইহাই ত তাহাদের দুর্দ্দশার কারণ।

রেলগাড়ী নাকি লোকের বিবিধ উপকার করিয়া যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাহার 'To seat 55' কামরায় 55×3 জন বসিয়াও যাত্রী যে আরামের নিঃশ্বাস ফেলেন এবং প্রশংসায় 'দশাননকেও' অতিক্রম করিয়া 'শতমুখ' হয়েন, হে গোলক, তুমি বিহনে সে রেলগাড়ীও চলচ্ছক্তিবিহীন জড়পদার্থবৎ। তাহার চাকা যদি 'গোলাকার' না হইয়া চতুষ্কোণ হইত তাহ হইলে ইঞ্জিনের কি সাধ্য ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল দৌড়াইবার স্পর্দ্ধা রাখে? ট্রাম, মটরগাড়ী সাইকেল প্রভৃতি কি তোমার দয়ার দানে প্রাণধারণ করে না?

গরুরগাড়ী নাকি আমাদের জাতীয়তার সঙ্গে বড়ই খাপ খায়। কথাটা খাঁটি সত্য, কিন্তু খাপ খায় কোন্ দিক দিয়া? গরুর গাড়ীর চাকার দিকে তাকাইলে আমার 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্' এর কথা মনে পড়িয়া যায়। তাহার চাকা দুটী 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' ঠিক ঠিক Circle (প্রমাণের জন্য বোধ হয় Centre ও Radii সংযুক্ত) 'এবং ব্যাপ্তং চরাচরম্'ও। রেল-গাড়ী সকল স্থানে নাই, মটর ট্রাম প্রভৃতি বড় বড় সহরেই আছে, কিন্তু গরুর গাড়ীর পথ সুদূর পল্লীর ঝোপেঝাড়ে, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়াও। সর্ব্বত্রই তাহার অবাধ গতি।

হে গোলক, 'ঢেঁকির স্বর্গে ধান ভানিতে হয়' হউক কিন্তু মর্ত্তে যে আর তাহার আবশ্যকতা নাই একথা সুনিশ্চিত। চাউলের কলের চাকারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তুমি তাহার Earthly labour হরণ করিয়াছ। তবে স্বর্গেও যদি 'Rice mill' প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ঢেঁকি মুক্তি পাইয়া একেবারে গোলোকে' হাজির হইবে।

ভোটের পূর্ব্বে ধনী যখন তোমাকে 'চক্রাকাররজতখণ্ডরূপে কাঁহারও গৃহে' উপস্থিত করেন তবে তিনি যে ধনীকে ভোট দিবেন,ইহাত স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) তাহার সাজান মোকদ্দমায় যে মিথ্যা সাক্ষীর অভাব হয়না, তাহা ত তোমারই মহিমা। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা সমস্ত জয় করেন কিন্তু ধনী তোমার দ্বারা সকলকে বশীভূত করেন।

হে গোলক, তোমাকে আমি ভয় করি। যখনই দেখি গ্রামের মহাজন জমিদার প্রভৃতি মোড়লেরা চক্রে বসিয়া কাহারও সর্ব্বনাশের চক্রান্ত করে তখনই আমি শিহরিয়া উঠি। তোমাকে কোন্ খেতাব দিব ভাবিয়া পাইনা।

হে গোলক, তুমি যে সর্ব্বজয়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। শালগ্রাম শিলার পরিবর্ত্তে তুমি হিন্দুর গৃহে ভোগের লুচিরূপে নিত্য পূজা পাও। বিবাহাদি যে শুভ-কার্য্য মধ্যে গণ্য সে ত তোমারই উপস্থিতির জন্য। যে বিবাহ-বাড়ীতে লুচি, কচুরি, রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা দরবেশ, মিহিদানা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে তুমি উপস্থিত না হও, সে বিবাহ যে 'শুভ' না হইয়া 'অশুভেরই' সূচনা করে ইহাত জানা কথা। বিবাহ কিংবা বৌভাতের দিন যদি গোলাকৃতি পদার্থের দর্শন না মিলে তবে যে নিমন্ত্রিতেরা কিরূপ শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া যান তাহা লিখিয়া 'শুভ বিবাহের' অনিষ্ট করিতে চাহিনা।

কলিকাতার অধিবাসীগণ বড়ই পাঁপর (পাপের নহে) প্রিয়। হইবারই কথা। পাঁপর তোমার 'twice blest'—ইহা স্বয়ং গোলাকার আবার ইহার Sign-boardটীও গোলাকার। পাছে পাঁপরের গোলকত্বে কাহারও সন্দেহ হয় এইজন্যই বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা, ইহাকেই ইংরাজীতে বলে 'To make assurance doubly sure'। (পাঁপরের একটী নিগূঢ় অর্থ আছে। পাঁপর অর্থাৎ পরলোকে পা—one foot in the grave—সুতরাং যে কয়দিন বাঁচা যায় পাঁপর খাওয়া উচিত, কেননা স্বর্গে যদি পাঁপর না মিলে।)

গোল-আলুর মধ্যে তোমার কতটুকু অধিকার আছে জানি না। অধিকাংশই বিশেষতঃ নৈনিতাল হংসডিম্বাকৃতি (oval)। তবুও জগতে গোলকের মহিমা দেখিয়া সে 'গোলকের' নামে দীক্ষা লইয়াছে। এইজন্যই তরকারীর মধ্যে গোল-আলু শ্রেষ্ঠ। আর বিলাতী কুমড়াও কাছাকাছি যায়।

আজকাল শুনিতে পাই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইয়া স্ত্রীগণ ক্রমশঃই শিক্ষিতা হইয়া উঠিতেছেন। হে গোলক, তুমিই তাহাদের এই শিক্ষার প্রবর্ত্তক। 'গোধূলি ললাটে আহা তারারত্ন যথা'র ন্যায় তাহাদের কপালে 'সিন্দুরের বিন্দু'র পরিবর্ত্তে গোলাকৃতি কাঁচপোকার টিপ শোভা পাইতেছে। ইহাই ত উন্নতির লক্ষণ।

ভক্তরা যে ভগবানের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারিবে তুমি ব্যতীত হে গোলক, তাহারা পাশ পাইবে কোথা হইতে ? তুমি যদি মালারূপে তাহাদের কণ্ঠে বিরাজ না করিতে তবে ভগবানের বাড়ীর গেটের দারোয়ান তাহাদিগকে ঢুকিতে দিতনা। তোমার কৃপায় সে স্বর্গপর্য্যন্ত অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারে।

হে গোলক. তুমি সভ্যতার পরিপোষক। শাকের আটিটা হাতে করিয়া আনিতে যাহার লজ্জা হয়, তিনিও তোমাকে হস্তে লইয়া বেশ গর্ব্ব অনুভব করেন! এক পয়সার শিম কিনিবার জন্য যাঁহার ভৃত্যের প্রয়োজন হয়, তিনি নিজহস্তে বাজার হইতে পাঁচ সিকার রসগোল্লা অনায়াসে লইয়া আসেন! এ শুধু তোমার মহিমা ছাড়া আর কি বলিব ?

জগতে যদি চতুর্ব্বর্গলাভের কোন পন্থাঃ থাকে তবে তাহা তোমার দ্বারা। (১) ধর্ম্ম, টাকা না থাকিলে কিরূপে ধর্ম্ম-সঞ্চয় হইবে ? টাকা ব্যতীত শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটন সম্ভব হয় না এবং এই সকল তীর্থ ছাড়া আর কোথাও ধর্ম্ম মিলে না। (২) অর্থ, তুমি ব্যতীত কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ? তুমি যাহার গৃহে থাক তাহাকেই ত লোকে অর্থী বলে। অর্থী লোক, জ্ঞানী, গুণী ও মানী এজন্যই বোধহয় ইংরাজীতে তোমর নাম 'Money'! (৩)কাম, জগতে যদি কিছু কামনা করিবার থাকে তবে তাহা তুমি। চক্রাকার রজত-খণ্ডরূপে কে তোমার ধ্যান না করে ? (৪)মোক্ষ, মোক্ষ নাকি এজগতে কিনিতে পাওয়া যায়না, তবে এখানে টাকা জমা দিতে হয়, পরলোকে গিয়া উহা লইতে হয়।

হে গোলক, ফুটবল (Foot-ball) রূপে তুমি যখন মাঠে (Field) নাম, তখন তোমার মহিমা দর্শন করিবার জন্য মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। তাই গড়ের মাঠে কলিকাতা ও মোহনবাগানের খেলার দিন মাঠে দাঁড়াইবার স্থান পাওয়া যায় না, এমন কি সার্জ্জেনের চাবুক ও গোরাদের বুটের টক্কর অনায়াসেই হজম হইয়া যায়। ক্রিকেট বল, টেনিস বলেও তোমার কৃতিত্ব দেখিতে পাই।

ইংরাজীতেও একটা 'গোল' (Goal) শব্দ পাইয়াছি। তোমার সঙ্গে কোন জ্ঞাতি-সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা। তাহা না হইলে তোমার ও তাহার উদ্দেশ্য এক হইবে কেন ? তুমিও 'গোলমালে' যে মূর্ত্তি ধারণ কর, সেও

'Goal' হইয়া তাহাই করে। I. F. A. Shieldএ খেলার দিন 'Goal' হইলে হাতেতালি ও চীৎকারে যে 'গোল' হয় তাহা কালী কলমে কিরূপে বুঝাইব ?

কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারকে (College Square) লোকে গোলদিঘি বলিয়া থাকে ; কিন্তু কোথায় তাহার 'গোল' আছে বুঝিতে পারি না। দেখিলেই বোঝা যায়, বাঙ্গালী-সাহেব। বাঙ্গালী দেহে সাহেবী পোষাক পরিলে কি হইবে, বাঙ্গালীত্ব ধরা পড়িয়া যায়। সেইরূপ Square হইয়া 'গোল' বলিয়া পরিচয় দিলে লোকে স্বীকার করিবে কেন ? কিন্তু হে গোলক, তোমার প্রেমে সে এতই মুগ্ধ হইয়াছে যে Square হইয়াও Circleএর পরিচয় দিতে চায়।

সকলেই জানেন বর্ত্তমানে ভারতে কি ভীষণ আন্দোলন চলিয়াছে। অনেকের মুখেই শোনা যায়, ইংরাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ভারতবাসী স্বরাজ দাবী করিতেছে ; কিন্তু আমার মনে হয় তোমাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াতেই এই অসন্তোষের সৃষ্টি। কারণ তাহারা টাকার বদলে নোট প্রচলন করিয়াছে এবং সিকি দুয়ানীর গোলকত্বও কাড়িয়া লইয়াছে। ইহাই ত অসন্তোষের কারণ ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত যে রাজনীতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিতেন তাহা ত তোমারই কৃপায়। আফিং এর ডেলারূপে যখনই সে তোমাকে গলাধঃকরণ করিত তখনই তাহার মানসপটে সামাজিক, রাজনীতিক প্রভৃতি চিত্র ফুটিয়া উঠিত আর সে তাহা লোকশিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিত। আজ যে আমরা শুধু কমলাকান্তের শিক্ষাই গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার মহিমাও জানিতে পারিয়াছি।

আধুনিক বাবুগিরির প্রধান সরঞ্জাম ঘড়ী ও চশমা। ঐ চশমা পূর্ব্বে ছিল (Elliptical) হংসডিম্বাকৃতি, বর্ত্তমানে উহা গোলাকার হইয়াছে, ইহাই ত ক্রমোন্নতির লক্ষণ। চোখের মণি (Pupil) গোল। এই অনুকরণেই বোধ হয় চশমার গোলাকৃতি-গ্রহণ, বিশেষতঃ যখন চোখের জন্যই চশমা।

কোন লেখক সৌভাগ্যবতীদিগকে শূন্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোন সংখ্যার দক্ষিণ দিকে শূন্য বসাইলে তাহার দশগুণ বৃদ্ধি করে, আর বামে বসাইলে তাহার মূল্য কমিয়া Decimal হইয়া যায়। সেইরূপ যে ভাগ্যবান্ গৃহিণীকে দক্ষিণ দিকে আসন প্রদান করেন অর্থাৎ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া চলেন, তাঁহার মূল্য বাড়িতে থাকে (Local value) অর্থাৎ খুব সোয় হইতে থাকে। কিন্তু যে দুর্ভাগা গৃহিণীকে বামদিকে আসন দেয় (যদিও সেটাই তাহাদের প্রাপ্য) তাহার মূল্য (value) কমিয়া যায় অর্থাৎ গৃহিণীর আজ্ঞাবহ হইয়া না চলিলে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং দিন দিন তাহার value কমিতে থাকে। শুনিয়াছি গৃহশূন্য লোকের নাকি 'যথারণ্যম্ তথা গৃহম্'। বাস্তবিক যিনি গৃহিণীকে নেহাৎ শূন্য মনে করিয়া বামে স্থান দেন তাঁহারই ঐ দশা ঘটে।

অনেককে- বলিতে শুনিয়াছি 'ছেলেটা গোল্লায় গিয়াছে' (The boy has gone to the dogs)। ছেলেটী যে 'গিয়াছে' (has gone) ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, ইংরাজী নজির রহিয়াছে। 'গোল্লা' মানে 'গোলক' (যেমন সংস্কৃতে 'রস-গোলক' বাংলায় 'রস গোল্লা')। আমি ইহার অর্থ এই বুঝি যে ছেলেটা 'কাঁচা' কিংবা 'রস' যে বিশেষণেই হউক 'গোল্লায়' (নিমিত্তার্থে চতুর্থী) গিয়াছে। তবে যে ইংরাজীতে 'To the dogs' রহিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কুকুরগুলি মিঠাইয়ের দোকানের সামনে লুব্ধ নয়নে চাহিয়া থাকে। কাজেই ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে ছেলেটী মিঠাইয়ের দোকানে গিয়াছে ?

গোলকের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া কখনও বা 'গোলকধাঁধায়' পড়িয়াছি, কখনও বা তাহার প্রতাপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কখনও দেখিয়াছি 'He raised a mortal to the Skies', আবার কখনও দেখিয়াছি 'My money to me a kingdom is'। যাহা হউক ইহাতে গোলকের মাহাত্ম্য কতটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিতে পারি না, সেজন্য বোধ হয় গোলক আমার উপর রাগ করিবেন না, কারণ তাঁহার সম্পূর্ণরূপ বর্ণনা মানবের অসাধ্য 'অস্মানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা'। ইতি—

জনৈক গোলকভক্ত।